যুগান্তর

MAR. 04 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬

পল্লবীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ছাত্রদল নেতা ও পুলিশ নিহত

যুগান্তর রিপোর্ট

পল্লবীতে গত রাতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ছাত্রদল নেতা আসাদুজ্জামান (২৯) ও পুলিশ কনস্টেবল আনিস নিহত হয়েছেন। আসাদুজ্জামান পল্লবী থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক। আনিস স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনস্টেবল। পল্লবী ১২ নম্বর সেকশনের এ ব্লকে যুবদল অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় আসাদুজ্জামানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর রাত পৌনে ১০টায় তিনি মারা যান। এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্সদের লাঞ্ছিত ও ভাংচুরের চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে ডিএমপি কমিশনার ডিসি (দক্ষিণ) ও এডিসি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রাত সাড়ে ৮টার দিকে আসাদুজ্জামান যুবদল অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ কনস্টেবল আনিসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ সময় দুটি বেবিট্যাক্সিযোগে ৬/৭ সন্ত্রাসী অতর্কিতে এসে তাদের ওপর গুলি চালিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তার আসাদুজ্জামানকে মৃত ঘোষণা করেন। রাত ১১টার দিকে মারা যায় কনস্টেবল আনিস। এদিকে ডাক্তারের অবহেলার কারণে আসাদুজ্জামান মারা গেছে– এ অভিযোগ তুলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল কর্মীরা

নিহত আসাদুজ্জামান -যুগান্তর

নিহত : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৩।

নিহত : পল্লবী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত ডাক্তার ও নার্সদের লাঞ্ছিত ও ভাংচুরের চেষ্টা চালায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পল্লবী থানা ছাত্রদল নেতা রহমত জানান, সন্ত্রাসী মামুনের ছোট ভাই মসি, দিদার, আজিজ পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ১২ নম্বর সেকশনের ডি ব্লকের ৩ নম্বর সড়কের ৫৯ নম্বর বাসা আসাদুজ্জামানের। তার বাবা ধানমন্ডি থানার পুলিশ কনস্টেবল আবুল কাশেম। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। নিহত কনস্টেবল আনিসের গ্রামের বাড়ি পাবনা জেলার বেড়া থানায়। পিতা মজিবর রহমান। ১৯৮৯ সালে সে পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করে। বাসা ৬২ নম্বর মানিকদী। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে সন্ত্রাসীরা তাকে খুন করেছে। কনস্টেবল আনিস ঘটনার শিকার। নিহত আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে পল্লবী থানা ছাত্রদল নেতা মুরাদ হত্যাসহ একাধিক মামলা ছিল।